একজন সাধারণ পাঠিকার অভিমত

বেশ কিছুদিন ব্যক্তিগত কারণে অনুপস্থিত থাকার পর আবার ভিন্নমত এবং মুক্তমনা পড়লাম আপডেট। বুঝতে পারছি বেশ কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে যা হয়তো না ঘটাই সমীচীন ছিল। আমরা আনেকেই হয়তো কিছু 'সেট কনসেপ্ট ' এ বিশ্বাসী। **বাংলাদেশে কেউ মৌলবাদী বিরোধী কথা বললে কিংবা ধম´ নিরপেক্ষ রাষ্ট এর কথা বললে কেনো জানি ধরে নেয়া হয় সে আওয়ামী লীগ সাপোর্টার। আমার মনে হয় অনেকেই আমরা ভাবি মৌলবাদের বিরোধিতা মানে সবর্কাজে এমেরিকা কে সমর্থন করা। অনধ বিশ্বাস, অন্ধ প্রেম, অন্ধ সমর্থন কখনই অভিপ্রেত নয়।** আমি আমার বাবাকে ভালোবাসি বলে তার অনৈতিক উপার্জন কে সমর্থন করবো এটাতো অন্ধ প্রেমরই ঘটনা হলো। বতর্মান যুগে প্রচলিত কথা হলো 'মানি টক্স' - টাকা কথা বলে। পুজিবাদি এমেরিকা ন তুন সাম্রাজের সন্ধানে আফগান থেকে ইরাক ছুটছে সেটা অস্বীকার করে আমি হরিন মাথা ঝোপে দিয়ে রাখলেই কি আমায় কেউ দেখবে না? তবে এমেরিকার জনগণের এর চেয়ে ভালো পছন্দই আর কি ছিল গত নিবার্চনে? জিম কেরী তো কোথাও বলেননি যে তিনি ইরাক থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করবেন বরং বলেছেন তিনি মিলিটারী খাতে বাজেট দিগুন করবেন। আমাদের দেশে হাকিম নড়ার সাথে সাথে হুকুম নড়ে যায়। পৃথিবী জুড়েতো তাই নয়। জিম কেরী কোথাও এমেরিকার পররাষ্টনীতির উল্লেখযোগ্য পরিবতর্নের কথা বলেন নি। অনেকের ধারণা এটাও তার পরাজয়ের একটা মুল কারণ। তবে এমেরিকা প্রবাসী এবং এমেরিকাবাসি সব্বাই কোনো এক অজানা কারণে 'সুপারলেটিভ' মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত। তারা যে কোন কারণেই হোক এমেরিকাবাসি নয় এমন কারো কাছ থেকে এমেরিকার জয়জয়কার ছাড়া অন্যকিছু শুনতে চান না। এমেরিকা যা করছে তা সব সমালোচনার উর্ধ্বে ভাবেন কিংবা মৌলবাদীরা যেমন সব কিছুতে মহানবীর মানব প্রেম দেখেন তেমনি এমেরিকার সব কিছুতেই পৃথিবীর জন্য ভালবাসা খুজে পান। তাদের কাছে 'এমেরিকা ইজ দি বেষ্ট ইন এনি কনর্সান'।

সুস্থ বিতর্ক সবসময়ই শিক্ষনীয় এবং কাম্য। নানা মুনির নানা মত থাকাটাই স্বাবাভিক। মত-পাথর্ক্য হলেই ব্যক্তিগত আক্রমন কিছুটা শিশুসুলভ তো বটেই। ব্যক্তিগত আক্রমণ শুধু নিজের যুক্তির দুবর্লতাই প্রকাশ করে। নানাজনের নানামত থেকে আগামীতেও আরো অনেক কিছু শিখবো আগের মত, সেই প্রতাশা নিয়ে সবার সু-স্বাস্থ্য কামনা করছি।

তানবীরা তালুকদার
০৪।০৯।০৫

১৭ই আগস্টের সেই দিনটি

১৭ই আগস্টের বোমা হামলার সেই দিনটিতে ঘটনাক্রমে আমি ঢাকাতেই ছিলাম। সকাল ১১:৩০ মিনিট এর একটু পর ভাই-বোন তাদের কমর্স্থল থেকে জানালো দেশে বোমা হামলা হয়েছে সাথে খোজ নিলো কে কোথায় আছে সেই মুহুর্তে। তাড়াতাড়ি টিভি অন করলাম খবর শুনতে। কারণ আমরা যারা কমর্হীন

বাড়ি থাকি তারা কি করে জানছি কোথায় কি হচ্ছে? টিভি খবর নিশ্চিত করল। প্রতি দশ মিনিট অন্তর অন্তর সংবাদ দিচ্ছিল কোথায় কোথায় কতগুলো বোমা ফাটল। কিন্তু রাস্তা-ঘাট কি অস্বাবাভিক স্বাভাবিক। আমি প্রথমে একটু ছাদে গেলাম তারপর রাস্তায়, পরিস্থিতি দেখতে। কোথাও এতবড় ঘটনার কোন রেশ নেই। আমরা যখন স্কুলে যেতাম সেই এরশাদের আমলে কতো ছোটো পিকেটিং এ স্কুল ছুটি হয়ে যেতো, দোকান-পাট বন্ধ হয়ে যেতো এমনকি বাড়ি ফিরে দেখতাম বাবাও বাড়ি ফিরে এসেছেন 'গন্ডগোল' উপলখ্যে। আজকাল দেশের মানুষ কতো স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিয়েছে সবকিছুকে। আমার জানামতে সেদিন ঢাকাতে সব স্কুল-কলেজ তাদের শিডিউলমতো ক্লাশ করিয়েছেন, সমস্ত অফিস ঠিকমত তাদের কাজ চালিয়েছে, এবং একটি দোকানও বন্ধ হয়নি। অথচ এমন ব্যাপক ঘটনায়তো সান্ধ্যাআইন জারী করা হয় সাধারনত অন্যদেশে। এরচেয়ে অনেক কম ভয়াবহতায়ও হয়। প্রধানমন্ত্রী মাত্র দেশ থেকে চীনের উদ্দেশ্যে উড়লেন প্রায় সাথে সাথে এ ঘটনা ঘটল। আমি ভাবলাম প্লেনে বসেই যেহেতু এ ঘটনা তিনি শুনবেন তিনি হয়ত সাথে সাথে দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন, প্রধানমন্ত্রী তারপরের দিন রাতে যাত্রা সংখিখপ্ত করে ফিরে এলেন !। একবার ভাবলাম বেশি লোকজন নিহত হলে হয়তো সাথে সাথে অনেক ধরপাকড় হতো, সন্ত্রাসীরা ধরা পড়ত সাথে সাথে, কিন্তু আবার মনে হোল ২১শে আগষ্টের ঘটনার কোন প্রতিকার তো আজও হয়নি তাতেতো অনেক লোক খুন হলেন। এ পযর্ন্ত অগনিত বোমা হামলায় অসংখ্য লোক মারা গেছেন কিন্তু ধরপাকড় কেনো যেনো হয়না। কেনো যেনো প্রতিকার আর শাস্তি হয় না। কেনো এসিড মারার মতো শাস্তি আসে না যে বিস্ফোরক সহ পাওয়া গেলে শাস্তি মৃত্যুদন্ড।

কি হলে যে দেশে অস্বাভাবিকতা আসবে তাই কে জানে। আমরা বাইরে যারা থাকি তারা বড্ড উৎকণ্ঠিত হই। দেশের মানুষের সব গা সওয়া হয়ে গেছে আজ। তারা তাই আজ এতবড় বোমা হামলার ঘটনায় বিচলিত না হয়ে বেশ মনের আনন্দেই শপিং করে বেরাচ্ছেন সেই দুপুরেই। আমাকে যেনো সেদিন ঢাকা ঘুরে দেখার নেশা পেয়েছিল, কিছুটা প্রয়োজন ও ছিল। সেই দুপুরেই নিউমার্কেট, গাউছিয়া, পুরোনো ঢাকা ঘুরলাম। সব দোকানে, ফুটপাতে কেনাকাটা দামদস্তুর চলছে, চটপটি, শিক কাবাব সব চলছে সমান গতিতে। কিছু লোকজন চায়ের আসরে ঝড় তুলছেন, আলোচনা করার মতো একটা বিষয়তো পাওয়া গেলো।জনসাধারণ জেনে গেছেন বাংলাদেশ নামক দেশটিতে এধরনের ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটবেই, তারপর পত্রিকাতে অনেক লেখালেখি হবে, এক পখখ অন্য পখখ কে দোষ দিবেন, আন্দোলনের, হরতালের নতুন ইস্যু যোগ হবে তারপর আবার সমস্ত আগের মতই চলতে থাকবে বিনা প্রতিকারে। দারিদ্রতা দুরীকরনের সুদুর পরাহত প্রতিশ্রুতির মত সন্ত্রাস নির্মুলের প্রতিশ্রুতিও কেবল প্রতিশ্রুতিই হয়ে রবে। রাখাল ছেলের গল্পের মতো 'বাঘ আসে, বাঘ আসে', বাঘ একদিন সত্যিই এলো, ইসলামী জংগীরা জানান দিলেন আমরা কিন্তু আছি, এবং বেশ শক্তিশালীরুপেই আছি, আমাদের ধরতে পারলে ধরো। ভাবলাম রাস্তায় যানযট কম থাকবে, না শুধু এটুকুই দেখলাম যে পরিবর্তন। প্রাইভেট কারের সংখ্যা কম হওয়া সত্বেও সন্ধ্যেবেলায় বেশ যানযট কারণ তখন পুলিশ, র‍্যাব রাস্তায় চেক করছেন। মনে হলো সকাল বেলার ঘটনার পর আইনরখখা বাহিনীর কি করণীয় তা জেনে নিয়ে তারপর তারা সন্ধ্যাবেলায় মাঠে নেমেছেন। এই ছিল ১৭ই আগষ্টে এক নজরে আমার দেখা ঢাকা।

১৯ই এ আগষ্ট আমি দেশ থেকে নেদারল্যান্ডস এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। ঢাকা এয়ারপোর্টে কোনো অতিরিক্ত নিরাপত্তা বা চেকিং এর সম্মুখীন হইনি কিন্ত ব্রাসেলস এয়ারপোর্টে এসে দেখি নিরাপত্তা রখখীরা কুকুর নিয়ে ঘুরছেন।!

আর কি ঘটলে দেশের সরকার তাৎখখনিক প্রতিকার এর চেষ্টা করবেন? সমস্ত জায়গায় মরিয়া হয়ে অপরাধীকে খুজে বের করে শাস্তি দিবেন? ঘটনাকে গুরুত্ব দেয়া হবে? ঘটনার পরদিন রাতে নয় সেইদিনই

প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরবেন ভাববেন চীনের সাথে সেই মুহূর্তে বানিজ্য আলোচনার থেকে দেশের মানুষের জীবন ও তাদের জানমাল রক্ষা তার জন্য অনেক বেশী গুরুত্বপুর্ন দেশের প্রধান প্রধান বিমানবন্দর, রেলওয়ে, বাস স্টেশনে সবসময়ের জন্য সার্বিক নিরাপত্তা তালাশি নিশ্চিত করবেন?

তানবীরা তালুকদার
০৪।০৯।০৫